২৯ আশ্বিন ১৪২৮
১৪ অক্টোবর ২০১৭

বাণী

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)'র উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব মান দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আন্তর্জাতিক মানসংস্থা International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) ও International Telecommunication Union (ITU) কর্তৃক এবারের বিশ্ব মান দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে Standards Makes Cities Smarter যার ভাবার্থ 'নান্দনিক নগরায়নে মান'। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য সুপারিকল্পিত নগরায়নের বিকল্প নেই। সুপরিকল্পিত নগারায়নের প্রথম এবং প্রধান শর্ত হলো নগরায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে মান অনুসরণ করা। সকলের জন্য নিরাপদ ও টেকসই বিশ্ব গড়তে 'মান'-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানই বিশ্বকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ পৃথিবীকে বিশ্বস্ততার বন্ধনে আবদ্ধ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আর্থ-সামাজিক নানা কারণে মানুষ আজ শহরমুখী হচ্ছে। ফলে নগরায়ণ এবং শিল্পায়ন সম্প্রসারিত হচ্ছে। সুন্দর নগরায়নের জন্য প্রয়োজন যুৎসই পরিকল্পনার পাশাপাশি নাগরিক সুবিধা ও নির্মাণ মান নিশ্চিত করা। একটি সুপরিকল্পিত নগর গড়তে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রয়াসই এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এ বছরের মান দিবস উদযাপন সে লক্ষ্য পূরণে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

'রূপকল্প' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পণ্য ও সেবার গুণগতমান নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ২০২১ সালে মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে 'আন্তর্জাতিক মান' অনুসরণ অপরিহার্য। জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই-কে পণ্যের মান প্রণয়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে কাঙ্খিত সেবা পৌঁছে দিতে আরও দক্ষ, জবাবদিহি ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। বিএসটিআই জনগণের আস্থা পূরণের পাশাপাশি মানসম্পন্ন সেবা সকলের কাছে পৌঁছে দেবে-এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

আমি বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ